দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

140

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গন কেমন চাই

শিক্ষা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, মহৎ করে এবং একজন সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তুলে। শিক্ষা পবিত্র। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রতম দেশ। এদেশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়েই অনুন্নত নয়— কি শিক্ষা, কি ক্রীড়া আমরা এমনই একটি হতভাগা দেশের নাগরিক। যেদিন বাংলার মানুষের ছিলনা কোন দুঃখ-দৈন্যতা, সেদিন এরা পড়েছিল সামরাজ্যবাদী ইংরেজদের কোপানলে। এই, সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা টানা টানা নদ-নদীর দেশে ইংরেজদের হাতছানি বাংলার মানুষকে করেছে হতভাগা। মেরুদণ্ড ভাঙ্গা বাংলার মানুষ হিসেবে আমরা বহু বছর পর তার খেসারত দিচ্ছি জীবনের প্রতিটি পদে পদে। আজ আমরা যতই উপরে উঠতে চাচ্ছি যেন এক অদৃশ্য মহাশক্তি তাকে বার বারই প্রতিহত করছে। প্রবল কষাঘাত পড়ছে বাংলার মানুষের ভাগ্য-লিপিকায়। আমরা আজ বাঁচতে চাই।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আসলে শুধুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করলেই হয় না বরং সেই শিক্ষায় থাকতে হবে গঠনমূলক বিষয়বস্তু যা দেশ ও জাতি পরিশেষে উপকৃত হবে। শিক্ষার ভেতর চাই কিছু সুপরিকল্পিত কাঠামো— যে কাঠামোতে থাকবে মানুষের তথা জাতির ভাগ্যোন্নয়নের কথা। ইংরেজ সাম্রাজ্য যে পদ্ধতিতে এদেশে শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আজ পর্যন্ত নতুন রূপায়নে রূপায়িত হয়নি। আর পুঁথিগত বিদ্যা নয়; এবার পুঁথিগত বিদ্যার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করতঃ বেকার মুক্ত সমাজ গঠনে জাতি প্রত্যাশি।

আজ আমরা অশিক্ষিতের মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছি। হিসেব করলে ৭০% জন লোকই অশিক্ষিত। তাই মানুষের মাঝে সংগ্রামী চেতনা উদ্রেক করলেও সেই চেতনা শিক্ষার অভাবে মলিন হয়ে যায়। আজ পুঁথিগত বিদ্যাতো দূরের কথা, সাধারণ কারিগরি বিদ্যা নিতেও মানুষ তেমন গরজ দেখাচ্ছে না। আর তাছাড়া কারিগরি বিদ্যার প্রসারতাও অতীব নগণ্য। ফলে দূর দূরান্তের গরীব এতে অংশগ্রহণ করাটাকে বোঝারূপে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অশিক্ষায় জর্জরিত সমাজ ভবিষ্যৎ শিশুকে শিক্ষা দিতে তেমন আগ্রহী হয় না। এর কারণ পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে শ্লোগান তুলতে পারি "ভাত, বস্ত্রের সমাধানে, শিক্ষাই রাখবে অবদান।" আজ আমরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। আজ লোক দেখানো পড়াশুনা নয়, বাস্তবমুখী পড়াশুনাই জাতির প্রয়োজন।

আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ঘরে শিক্ষার বদলে শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। পুস্তকের কালো অক্ষরগুলো ছেয়ে গেছে রাইফেল, স্টেনগান, আর ছোরা দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হাতাহাতি তথা রাজনীতি নামের খোলসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধকার অমানিশার কালো ছায়া এবং পীচ ঢালা রাস্তায় রক্তের বন্যা। ফলে তাদের সুশিক্ষা যেমনি আহত হচ্ছে তেমনিভাবে অপ্রীতিকর ঘটনায় শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ অকৃপণভাবে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এতে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি লাভবান হলেও সাধারণ ছাত্রে জীবনের অপমৃত্যু হচ্ছে। আসলে ছাত্র রাজনীতি ভাল কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে শিক্ষাগ্রহণকে আহত করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা আজ সমাজের সকলেরই জানা হয়েছে। কিন্তু "ভ্রস্ট যে তার ভালর দিকে ফিরতে দেরী হয়।" প্রত্যেক ছাত্রেরই উচিত শিক্ষার সাথে সাথে সমাজের উন্নয়নের রাজনীতি পরোক্ষভাবে করা এবং তার বিস্ফোরণ ঘটানো উচিত শিক্ষাগ্রহণের পরে। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজনীতি অঙ্গনে যেয়ে দেশের রাজনীতিকে সুস্থিত করতে হবে। সকলেরই জানা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুঁথিগত শিক্ষার জায়গাই নয়, এটা উন্নয়নমুখী পরোক্ষ রাজনীতি শিক্ষার স্থান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ এ মহাসত্যকে বার বার ক্ষত-বিক্ষত করছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।" এই শিক্ষাঙ্গন রাজনীতি মুক্ত তথা সন্ত্রাসের সকল আতঙ্ক থেকে বহু উর্ধ্বে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আদর্শকে সামনে রেখে এর প্রতিটি ছাত্র রাজনীতি সম্বন্ধে উদারনীতি গ্রহণ করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভি,সি ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমদ সাহেব অত্যন্ত মোলায়েম সুরে সকল ছাত্রকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করেছেন। ছাত্ররাও নিজেদের কল্যাণের কথা ভেবে এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ধারাকে সামনে রেখে তা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মেনে নিয়েছে। সকলেই অরাজনৈতিক ভাবধারাকে মনেপ্রাণে সমর্থন জানিয়ে দিচ্ছে।

এই শিক্ষাঙ্গনের পড়শুনার ভাবধারা সম্পূর্ণ অন্য ধাচে সাজানো হয়েছে। এখানে পড়াশুনা করছে কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে আগত ছাত্র। পড়াশুনার ভাবধারা সমৃপূ ইসলামিক দৃষ্টিতে বিচার্য। যেমন বর্তমানে দু'টি ফ্যাকালটিতে চারটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। তারমধ্যে দু'টি শরিয়াহ্ বিষয়ক এবং অন্য দু'টি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ তথা ব্যবস্থাপনা ও একাউন্টেন্সী।

কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সিলেবাসে উক্ত বিষয়দ্বয় পড়ানো হয় তাতো এখানে পড়ানো হবেই; তারপরেও ব্যবস্থাপনা ও একাউন্টেন্সীকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক নতুন ভাবধারায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দ্বয়কে বিশ্লেষিত করে প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেয়া হবে—সুধীবৃন্দ

এখানে উল্লেখ থাকে যে, কলেজ থেকে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাদেরকে এখানে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বাড়তি ইসলামিক স্ট্যাডিজ ও আরবী। আর পক্ষান্তরে মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ইংরেজী। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ মহান পদক্ষেপ জাতির জয়টীকা হয়ে চির জাগরুক থাকুক এ প্রত্যাশাই জাতি কায়মনোবাক্যে করছে। আবারও উদিত হউক সূর্য এবং অনেকদিন যাবত না দেখা পূর্ণ সূর্যের মুখ আবারো বাংগালী জাতি দেখুক—এ প্রত্যাশা সকলেরই।

মোঃ আশরাফুর রহমান
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।